গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা

এবং

মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০১৯ - জুন ৩০, ২০২০

সূচিপত্র

কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র.. ০৩

উপক্রমণিকা.. ০৪

সেকশন ১ : খাদ্য অধিদপ্তরের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি.. ০৫

সেকশন ২ : খাদ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact).................... ০৬

সেকশন ৩ : কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ............................. ০৭

সংযোজনী ১ : শব্দ-সংক্ষেপ (Acronyms)... ১২

সংযোজনী ২ : কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থাসমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি................................ ১৩

সংযোজনী ৩ : কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার উপর নির্ভরশীলতা........ ১৪

আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, ঢাকা এর কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
(Overview of the Performance of the Regional Controller of Food, Rajshahi)

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ :

খাদ্য অধিদপ্তরের সহযোগীতায় আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকার উদ্যোগের ফলে উল্লিখিত সময়ে বাজারে খাদ্যশস্যের সরবরাহ এবং বাজার মূল্য স্থীতিশীল ছিল। গত ২০১৬-১৭ অর্থবছরের শেষ প্রান্তে এসে হাওর অঞ্চলে পাহাড়ী ঢলে ফসলের ক্ষয়ক্ষতি, ভুমি ধস, জলচ্ছাস, অতিবৃষ্টি ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুযোর্গের কারণে ফসলের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল এবং বাজারে চালের মূল্য উর্দ্ধমূখী ছিল। ফলে গত অর্থবছরে সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা সম্ভব হয়নি। বতর্মান অর্থ বছরে সেরকম কোন প্রাকৃতিক দুযোর্গ না হওয়ায় ঢাকা বিভাগের সংগ্রহপ্রবল এলাকায় পর্যাপ্ত ধানের উৎপাদান হওয়ায় এবং বাজার মূল্য সংগ্রহমূল্যের চেয়ে কম থাকায় এবার সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

খাদ্য অধিদপ্তরে যথাযথ উদ্যোগের ফলে বাজারে খাদ্যশস্যের সরবরাহ এবং বাজার মূল্য স্থিতিশীল রয়েছে। ক্রমাগতভাবে খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় শ্রীলংকায় ২৫ হাজার মেট্রিক টন স্থানীয় চাহিদার অতিরিক্ত চাল রপ্তানী করা হয়েছে। কৃষকদের অধিক হারে প্রণোদনা প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকা বিভাগে ২০১৬-১৭ সালে ২.০০ লাখ মে.টন ধান ক্রয় করে ধানের মূল্য কৃষকদের নিজস্ব ব্যাংক হিসাবে সরাসরি পরিশোধ করা হয়েছে। ঢাকা বিভাগের সরকারি সংরক্ষণাগারের ধারণক্ষমতা ৪.২২ লাখ মে. টনে উন্নীত করা হয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ :

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, বিদ্যমান দারিদ্র্য ও অপুষ্টি দূরীকরণে কার্যকর খাদ্য ব্যবস্থাপনা পরিচালনা এবং সরকারি পরিকল্পনা ও বাজেট অনুযায়ী আপদকালীন খাদ্য নিরাপত্তা মজুদ নিষ্পত্তির Innovative কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা :
২০২১ সালের মধ্যে গুদামের ধারণক্ষমতা ৬.৩৩ লক্ষ মে.টনে উন্নীতকরণ। অব্যাহত প্রশিক্ষণ ও অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে খাদ্য ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে পুষ্টি ও জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন অন্তর্ভূক্ত করে নিম্ন আয়ের জনগণ বিশেষ করে গার্মেন্টস, শিল্প শ্রমিক ও গ্রামীণ জনগণের জন্য নিয়মিত কর্মসূচিতে স্বল্পমূল্যে খাদ্যশস্য বিতরণ সময়োপযোগীকরণ।

২০১৮-১৯ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:

- মাত্র ১০ টাকা কেজি দরে ১.৪০ লাখ পরিবারের মধ্যে ২.০০ লাখ মে.টন খাদ্যশস্য বিতরণ;
- কৃষকদের প্রণোদনা মূল্য প্রদান এবং খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুদৃঢ়করণের লক্ষ্যে ৩.৫০ লাখ মে.টন খাদ্যশস্য সংগ্রহ;
- বাজারমূল্য স্থিতিশীল রাখা, বাজারে খাদ্য প্রাপ্যতা সহজলভ্য করা এবং নিম্নআয়ের জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমন্বিত বিতরণ কর্মসূচীতে ৫.৫০ লাখ মে.টন খাদ্যশস্য বিতরণ;
- খাদ্যশস্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য ওএমএস খাতে ০.৫০ লাখ মে.টন চাল এবং ০.৫০ লাখ মে.টন আটা বিক্রয়;
- গুদামের ধারণক্ষমতা ৪.৫০ লাখ মে. টনে উন্নীত করণ।

উপক্রমনিকা (Preamble)

সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা

এবং

মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর এর মধ্যে ২০১৯ সালের .... মাসের ..... তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলো :

সেকশন-১:

আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকার **রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ** এবং **কার্যাবলি**

১.১ রূপকল্প (Vision): **সবার জন্য পর্যাপ্ত ও পুষ্টিকর খাদ্য**

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission) : **সমন্বিত নীতি-কৌশল বাস্তবায়ন এবং সরকারি খাদ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সবার জন্য পর্যাপ্ত ও পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা।**

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives) :

১.৩.১ আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকার **কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:**

১. খাদ্যশস্যের নিরাপত্তা মজুদ এবং কৃষকদের প্রণোদনা মূল্য প্রদান করা
২. দরিদ্র জনসাধারণের (বিশেষ করে মহিলা ও শিশুদের) জন্য খাদ্যের প্রাপ্যতা সহজলভ্যকরণ
৩. পর্যাপ্ত খাদ্য প্রাপ্তি ও পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নয়ন
৪. কৌশল ও ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ
৫. খাদ্যশস্যের (চাল ও গম) মূল্য স্থিতিশীল রাখার ব্যবস্থা করা

১.৩.২ আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকার **আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:**

১. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন
২. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন
৩. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রনোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন
৪. কার্যপদ্ধতি ও সেবার মানোন্নয়ন
৫. কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন
৬. আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

১.৪ আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকার **কার্যাবলি (Functions):**

১. দেশের খাদ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন ও খাদ্য নিরাপত্তা সুদৃঢ়করণ
২. খাদ্যশস্যের আমদানি-রপ্তানি ও বেসামরিক সরবরাহ ব্যবস্থাপনা
৩. খাদ্যশস্য (চাল ও গম) সংগ্রহ, মজুদ, বিতরণ ও চলাচল ব্যবস্থাপনা
৪. খাদ্যশস্যের বাজার মূল্যের স্থিতিশীলতা আনয়ন ও প্রাপ্যতা সহজকরণ
৫. খাদ্য বিভাগের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
৬. পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য মজুদ সংরক্ষণ, খাদ্যের মান পরীক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণ

সেকশন -২

কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৯-২০২০					প্রক্ষেপন ২০২০-২০২১	প্রক্ষেপন ২০২১-২০২২
						২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯ (৩১/০৩/১৯ পর্যন্ত)	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা দপ্তরের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
[১] খাদ্যশস্যের নিরাপত্তা মজুদ এবং কৃষকদের প্রণোদনা মূল্য প্রদান	৩৫	[১.১] অভ্যন্তরীণ চাল সংগ্রহ	সংগৃহীত চাল	লাখ মেঃ টন	১৩	২.৯৪	৩.৫৯	৩.০০	২.৭০	২.৪০	২.১০	১.৮০	৩.০০	৩.৫০
		[১.২] বছর শেষে ন্যুনতম মজুদ গড়ে তোলা	মজুদকৃত খাদ্যশস্য	লাখ মেঃ টন	১২	২.২২	৩.০৫	২.০০	১.৮০	১.৬০	১.৪০	১.২০	২.০০	২.৫০
		[১.৩] অভ্যন্তরীণ ধান সংগ্রহ	সংগৃহীত ধান	লাখ মেঃ টন	২	-	০.০৩	০.২৫	০.২৩	০.২০	০.১৮	০.১৫	০.৪০	০.৪০
		[১.৪] অভ্যন্তরীণ উৎস হতে গম সংগ্রহ	সংগৃহীত গম	লাখ মেঃ টন	২	-	০.০৪	০.০৪	০.০৪	০.০৩	০.০৩	০.০২	০.১০	০.১৫-
		[১.৫] নতুন গুদাম নির্মাণ	নির্মিত ধারণক্ষমতা	হাজার মেঃটন	২	-	১৫০০	৫.০০	৪.৫০	৪.০০	৩.৫০	৩.০০	৫.০০	৫.৫০
		[১.৬] অন্যান্য আনুষঙ্গিক নির্মাণ	নির্মিত স্থাপনার সংখ্যা	সংখ্যা	২	-	৬	৯	৮	৭	৬	৫	৯	১০
		[১.৭] গুদাম রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত	মেরামতকৃত ধারণক্ষমতা	হাজার মেঃটন	২	-	৪০০০	৫.০৭	৪.৫৬	৪.০৬	৩.৫৫	৩.০৪	৫.০৭	৫.২০
[২] সামাজিক নিরাপত্তা মজুদ গড়ে তোলা	১৫	[২.১] খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি	বিতরণকৃত পরিমাণ	লাখ মেঃ টন	১০	০.৮৩	২.০৮	২.০০	১.৮০	১.৬০	১.৪০	১.২০	২.০০	২.০০
		[২.২] ত্রাণমূলক খাতে খাদ্যশস্য সরবরাহ	সরবরাহকৃত পরিমাণ	লাখ মেঃ টন	৫	২.২৬	১.৫৩	১.৯০	১.৭১	১.৫২	১.৩৩	১.১৪	১.৯০	২.০০

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৯-২০২০					প্রক্ষেপন ২০২০-২০২১	প্রক্ষেপন ২০২১-২০২২
						২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯ (৩১/০৩/১৯ পর্যন্ত)	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা দপ্তরের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
[৩] নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি ও পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নয়ন	৭	[৩.১] খাদ্যের মান পরীক্ষা	পরীক্ষিত নমুনার সংখ্যা	সংখ্যা	৫	৯০	৮২	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	১০০	১১০
		[৩.২] অনুপুষ্টি সমৃদ্ধ চাল সরবরাহ	সরবরাহকৃত পরিমাণ	হাজার মেঃ টন	২	১.৭৮৯	৭.৮৩	১০.০০	৯.০০	৮.০০	৭.০০	৬.০০	১২	১৫
[৪] ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ	৮	[৪.১] পরিদর্শন প্রতিবেদনের উপর গৃহীত ব্যবস্থা	গৃহীত ব্যবস্থার পরিমাণ	%	৪	১০০	১০০%	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	১০০	১০০
		[৪.২] উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের পরিদর্শনের সংখ্যা	পরিদর্শনের সংখ্যা	সংখ্যা	৪	৬৪	৬২	৬০	৫৪	৪৮	৪২	৩৬	৬০	৮০
[৫] খাদ্যশস্যের (চাল ও গম) মূল্য স্থিতিশীল রাখা	১০	[৫.১] খোলা বাজারে আটা বিক্রি	বিক্রিত পরিমাণ	লাখ মেঃ টন	৫	০.৪০	০.৭১	০.৫০	০.৪৫	০.৪০	০.৩৫	০.৩০	০.৫০	০.৬০
		[৫.২] খোলা বাজারে চাল বিক্রি	বিক্রিত পরিমাণ	লাখ মেঃ টন	৫	০.৪৮	০.৪৬	০.১০	০.০৯	০.০৮	০.০৭	০.০৬	০.১০	০.২০
[৬] আর্থিক খাতে খাদ্যশস্য বিক্রয়	৫	[৬.১] বিশেষ জরুরী, অন্যান্য জরুরী ও শ্রমবহুল খাতে খাদ্যশস্য বিতরণ	বিক্রিত পরিমাণ	লাখ মেঃ টন	৫	০.৯৭	১.০৯	০.৯২	০.৮৩	০.৭৪	০.৬৪	০.৫৫	০.৯২	১.০০

আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, ঢাকার আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

কলাম-১	কলাম-২	কলাম-৩	কলাম-৪		কলাম-৫	কলাম-৬				
						লক্ষ্যমাত্রার মান-২০১৯-২০২০				
কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of PI)	অসাধারণ (Excellent)	অতি উত্তম (Very Good)	উত্তম (Good)	চলতিমান (Fair)	চলতিমানের নিম্নে (Under of Fair)
						১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন	৪	২০১৯-২০ অর্থবছরের খসড়া বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি দাখিল	নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে খসড়া চুক্তি মন্ত্রণালয়/বিভাগে দাখিলকৃত	তারিখ	১	৩ মে	৬ মে	১০ মে	১৩ মে	১৬ মে
		২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ	ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিলকৃত	সংখ্যা	১	৪	৩	-	-	-
		২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল	নির্ধারিত তারিখে অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	তারিখ	১	-	-	-	-	-
		২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল	বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	তারিখ	১	২৪ জুলাই	২৬ জুলাই	২৯ জুলাই	৩১ জুলাই	-
কার্যপদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন	৯	মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহে কমপক্ষে একটি অনলাইন সেবা চালু করা	অনলাইন সেবা চালুকৃত	তারিখ	১	৩১ ডিসেম্বর	৩১ জানুয়ারি	২৮ ফেব্রুয়ারি	-	-
		দপ্তর/সংস্থার কমপক্ষে ১টি সেবাপ্রক্রিয়া সহজীকৃত	সেবাপ্রক্রিয়া সহজীকৃত	তারিখ	১	৩১ ডিসেম্বর	৩১ জানুয়ারি	২৮ ফেব্রুয়ারি	১৫ মার্চ	-
		উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (এসআইপি) বাস্তবায়ন	উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়িত	তারিখ	১	৪ জানুয়ারী	১১ জানুয়ারী	১৮ জানুয়ারী	২৫ জানুয়ারী	৩১ জানুয়ারী
			এসআইপি বাস্তবায়িত	%	১	২৫	-	-	-	-
		পিআরএল শুরুর ২ মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পিআরএল ও ছুটি নগদায়ন যুগপৎ জারি নিশ্চিতকরণ	সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পিআরএল ও ছুটি নগদায়নপত্র যুগপৎ জারিকৃত	%	১	১০০	৯০	৮০	-	-
		সিটিজেনস চার্টার অনুযায়ী সেবা প্রদান	প্রকাশিত সিটিজেনস চার্টার অনুযায়ী সেবা প্রদানকৃত	%	১	১০০	৯০	৮০	৭০	-
		অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন	নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ	%	১	৯০	৮০	৭০	৬০	-
		সেবা প্রত্যাশী এবং দর্শণার্থীদের জন্য টয়লেটসহ অপেক্ষাগার (waiting room) এর ব্যবস্থা করা	নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সেবা প্রত্যাশী এবং দর্শনার্থীদের জন্য টয়লেটসহ অপেক্ষাগার চালুকৃত	তারিখ	১	৩১ ডিসেম্বর	৩১ জানুয়ারি	২৮ ফেব্রুয়ারি	-	-
		সেবার মান সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা চালু করা	সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা চালুকৃত	তারিখ	১	৩১ ডিসেম্বর	৩১ জানুয়ারি	২৮ ফেব্রুয়ারি	-	-
দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন	৪	সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন বিষয়ে কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন	প্রশিক্ষণের সময়*	জন ঘন্টা	২	৬০	৫৫	৫০	৪৫	৪০
		জাতীয় শুদ্ধাচর কৌশল বাস্তবায়ন	২০১৮-১৯ অর্থবছরের শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা এবং	তারিখ	১	১৬ জুলাই	৩১ জুলাই	-	-	-

কলাম-১	কলাম-২	কলাম-৩	কলাম-৪		কলাম-৫	কলাম-৬				
						লক্ষ্যমাত্রার মান-২০১৯-২০২০				
কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of PI)	অসাধারণ (Excellent)	অতি উত্তম (Very Good)	উত্তম (Good)	চলতিমান (Fair)	চলতিমানের নিম্নে (Under of Fair)
						১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
			বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণীত ও দাখিলকৃত							
			নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন দাখিলকৃত	সংখ্যা	১	৪	৩	-	-	-
তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন	১	তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	তথ্য বাতায়ন হালনাগদকৃত	%	.৫	৮০	৭০	৬০	-	-
		স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ	স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশিত	%	.৫	১০০	৯০	৮৫	৮০	৭৫
আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	২	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	%	২	৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০

আমি, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি, খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকার এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করব।

স্বাক্ষরিত:

....	১৭.৬.২২ ....
আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক ঢাকা	তারিখ
....	১৭.০৬.২২ ....
মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তর ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।	তারিখ

সংযোজনী-১:

শব্দ সংক্ষেপ

ক্রঃ নং	আদ্যক্ষর	বর্ণনা
১	এফএও	ফুড এন্ড এগ্রিকালচারাল অর্গানাইজেশন
২	এফএফডব্লিউ	ফুড ফর ওয়ার্ক
৩	এফপিসি	ফেয়ার প্রাইস কার্ড
৪	এফপিএমইউ	ফুড প্লানিং এন্ড মনিটরিং ইউনিট
৫	জিআর	গ্রাটিসাস রিলিফ
৬	এমআইএস	ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম
৭	ওএমএস	ওপেন মার্কেট সেল
৮	টিআর	টেষ্ট রিলিফ
৯	ভিজিডি	ভালনারেবল গ্রুপ ডেভলপমেন্ট
১০	ভিজিএফ	ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং

সংযোজনী- ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী এবং পরিমাপ পদ্ধতি এর বিবরণ

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী ইউনিট	পরিমাপ পদ্ধতি এবং উপাত্ত সূত্র	সাধারণ মন্তব্য
০১	[১.১] অভ্যন্তরীণ চাল সংগ্রহ	[১.১.১] সংগৃহীত চাল	নিরাপত্তামূলক খাদ্য মজুদ সংরক্ষণের জন্য অভ্যন্তরীণ উৎস হতে চাল সংগ্রহ করা হয়। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে উৎপাদক কৃষকগণকে তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি করা হয়।	খাদ্য অধিদপ্তর	বার্ষিক প্রতিবেদন, খাদ্য অধিদপ্তর	
	[১.২] অভ্যন্তরীণ ধান সংগ্রহ	[১.২.১] সংগৃহীত ধান	বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থায় খাদ্যশস্য সরবরাহের পাশাপাশি নিরাপত্তামূলক খাদ্য মজুদ সংরক্ষণের জন্য অভ্যন্তরীণ উৎস হতে চাল সংগ্রহ করা হয়। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে উৎপাদক কৃষকগণকে তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি করা হয়ে থাকে।	খাদ্য অধিদপ্তর	বার্ষিক প্রতিবেদন, খাদ্য অধিদপ্তর	
	[১.৩] অভ্যন্তরীণ উৎস হতে গম সংগ্রহ	[১.৩.১] সংগৃহীত গম				
	[১.৪] বছর শেষে ন্যুনতম মজুদ গড়ে তোলা	[১.৪.১] মজুদকৃত খাদ্যশস্য	জলবায়ু পরিবর্তনজনিত উৎপাদন ঝুকি বিশেষতঃ প্রাকৃতিক দুর্যোগ, খরা, বন্যা ইত্যাদি কারণে ফসলহানির ফলে সম্ভাব্য প্রতিকুল পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য আপতকালীন মজুদ হিসেবে বছর শেষে খাদ্যশস্যের স্থিতির পরিমান ১০ লক্ষ মেট্রিক টন সংরক্ষণ করা হয়।	খাদ্য অধিদপ্তর	বার্ষিক বাস্তব যাচাই প্রতিবেদন (APVR)	
	[১.৫] নিজস্ব সম্পদে গম আমদানি	[১.৫.১] আমদানিকৃত গম	দেশে গমের উৎপাদন চাহিদার তুলনায় কম হওয়ায় সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থায় গম বিতরণ নির্বিঘ্ন রাখার জন্য নিজস্ব সম্পদে সরকার টু সরকার বা আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে বিদেশ থেকে গম আমদানি করতে হয়।	খাদ্য অধিদপ্তর	চুক্তি ও shipment lot ভিত্তিক Final Discharge Report (FDR)	
	[১.৬] নতুন গুদাম নির্মাণ	[১.৬.১]নির্মিত ধারণক্ষমতা	২০২১ সাল নাগাদ মজুদ ক্ষমতা ৩ মিলিয়ন মেট্রিক টনে উন্নীত করা।	খাদ্য অধিদপ্তর	এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি	
	[১.৭] অন্যান্য আনুষঙ্গিক নির্মাণ	[১.৭.১] নির্মিত স্থাপনার সংখ্যা				
	[১.৮] গুদাম রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত	[১.৮.১] মেরামতকৃত ধারণ ক্ষমতা	খাদ্য নিরাপত্তার অন্যতম অনুসংগ খাদ্যশস্য মজুদের জন্য পর্যাপ্ত ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি। ধারণক্ষমতা অক্ষুন্ন রাখার লক্ষ্যে সারাদেশে পুরাতন ও জরাজীর্ণ ফ্লাট গুদাম মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়।	খাদ্য অধিদপ্তর	এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি	

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী ইউনিট	পরিমাপ পদ্ধতি এবং উপাত্ত সূত্র	সাধারণ মন্তব্য
০২.	[২.১] খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি	[২.১.১]বিতরণকৃত পরিমাণ				
	[২.২] লক্ষমুখী কর্মসূচিতে খাদ্যশস্য বিতরণ	[২.২.১] বিতরণকৃত পরিমাণ	বাজারে খাদ্যশস্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখা, খাদ্যশস্যের প্রাপ্যতা সহজলভ্যকরণ এবং সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা (পিএফডিএস) বিশেষতঃ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে বাজেট বরাদ্দ ও চাহিদা অনুযায়ী চাল ও আটা বিক্রয় ও বিলি বিতরণ নির্বিঘ্ন রাখতে হয়।	খাদ্য অধিদপ্তর	মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	
০৩.	[৩.১] খাদ্যের মান পরীক্ষা	[৩.১.১] পরীক্ষিত নমুনার সংখ্যা	খাদ্য অধিদপ্তর তার পরীক্ষাগারে সংগৃহীত নমুনা পরীক্ষা করে থাকে। সারা বছর এ ধরণের পরীক্ষিত নমুনার সংখ্যা সূচক হিসেবে নেয়া হয়েছে।	খাদ্য অধিদপ্তর	খাদ্য অধিদপ্তরের আইডিটিএস বিভাগের প্রতিবেদন	
	[৩.২] অনুপুষ্টি সমৃদ্ধ চাল সরবরাহ	[৩.২.১] সরবরাহকৃত পরিমাণ	লক্ষমুখী কর্মসূচিতে চাল বিতরণ এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে সুলভ মূল্য কার্ড কর্মসূচির মাধ্যমে অনুপুষ্টি সমৃদ্ধ চাল সরবরাহ করা হবে।	খাদ্য অধিদপ্তর	বার্ষিক প্রতিবেদন	
০৪.	[৪.১] খাদ্য ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা	[৪.১.১] জনবলের পরিমাণ	বিভিন্ন শ্রেণীর মোট জনবলকে ধাপে ধাপে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ ও যোগ্য কর্মিবাহিনীতে গড়ে তোলা।	খাদ্য অধিদপ্তর ও খাদ্য মন্ত্রণালয়	প্রশিক্ষণ বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন	
	[৪.২] উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের পরিদর্শনের সংখ্যা	[৪.২.১] পরিদর্শনের পরিমাণ	খাদ্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক মাঠ পর্যায়ের স্থাপনাসমূহ নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রচলিত বিধি বিধান প্রতিপালন করা।	খাদ্য অধিদপ্তর ও খাদ্য মন্ত্রণালয়	পরিদর্শন প্রতিবেদন	
০৫.	[৫.১] খোলা বাজারে আটা বিক্রি	[৫.১.১] বিতরণকৃত পরিমাণ	বাজারে খাদ্যশস্য বিশেষতঃ চাল ও আটার মূল্য উর্দ্ধ গতি রোধকল্পে সরকারি গুদাম থেকে পরিকল্পনামাফিক খাদ্যশস্য ছাড় করে বাজার মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এ পরিকল্পনার অধীনে খোলাবাজারে ওএমএস পদ্ধতিতে বিক্রয় করা হয়।	খাদ্য অধিদপ্তর	বার্ষিক প্রতিবেদন	
	[৫.২] খোলা বাজারে চাল বিক্রি	[৫.২.১] বিতরণকৃত পরিমাণ				

সংযোজনী-৩ অন্য দপ্তর/সংস্থার নিকট সুনির্দিষ্ট কর্মসম্পাদন চাহিদাসমূহ

প্রতিষ্ঠানের নাম	সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট চাহিদা/প্রত্যাশা	চাহিদা/প্রত্যাশার যৌক্তিকতা	প্রত্যাশা পূরণ না হলে সম্ভাব্য প্রভাব
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	মজুদকৃত খাদ্যশস্য	বিভিন্ন কর্মসূচিতে বিতরণের সম্ভাব্য পরিমাণ	মজুদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে শুরুতেই কার্যক্রম গ্রহণ	সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি কর্মসূচী যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সার্বিক খাদ্য নিরাপত্তায় ভূমিকা রাখা।	পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	সংগৃহীত গম, সংগৃহীত চাল	বাস্তবায়ন সহযোগিতা	সংগ্রহ কমিটির সদস্য	জনগুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হিসেবে ধান, চাল-গম সংগ্রহ কার্যক্রম/অভিযান সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নে ভূমিকা রেখে উৎপাদনকারী কৃষকদের ন্যায্যমূল্য প্রদান এবং আপদকালীন মজুদ গড়ে তুলতে সহায়তা প্রদান।	সংগ্রহ কার্যক্রম ব্যাহত হবে
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	ধারণ ক্ষমতা বর্ধিত, মেরামতকৃত ধারণ ক্ষমতা	নির্মাণ ও পুনর্বাসনে কারিগরী সহায়তা	মান সম্মত আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর নতুন গুদাম নির্মাণ ও পুরাতন গুদাম মেরামতে সহায়তা	সংরক্ষিত খাদ্যশস্যে পুষ্টিমান বজায় রেখে দীর্ঘদিন মজুদ করা এবং গুদাম ঘাটতি হ্রাস করা।	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবেনা
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	বিতরণকৃত পরিমাণ	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দপত্র	চাহিদার বিপরীতে বিতরণের জন্য বরাদ্দপত্র জারি	সুবিধাভোগী শ্রেণী বিশেষ করে মহিলাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবন মান উন্নয়ন করার লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি নিশ্চিত করা।	বরাদ্দ না থাকলে বিতরণ লক্ষমাত্রা অর্জিত হবেনা
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	বিতরণকৃত পরিমাণ	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দপত্র	চাহিদার বিপরীতে বিতরণের জন্য বরাদ্দপত্র জারি	উপকূলীয় ও হাওর অঞ্চল এবং নদী ভাংগন এলাকায় বাধ নির্মাণ ও বেষ্টনী নির্মাণের মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের সুরক্ষা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি।	বরাদ্দ না থাকলে বিতরণ লক্ষমাত্রা অর্জিত হবেনা
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	বিতরণকৃত পরিমাণ	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দপত্র	চাহিদার বিপরীতে বিতরণের জন্য বরাদ্দপত্র জারি	শিশুদের পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের মানোন্নয়নে ভূমিকা রাখা।	বরাদ্দ না থাকলে বিতরণ লক্ষমাত্রা অর্জিত হবেনা